চিত্রাঙ্গদা-বভ্রুবাহন ভারতী
ড. অসিত বিশ্বাস

চিত্রা: এ কি! পুত্র বভ্রুবাহন, রণসাজে সজ্জিত, দেখি তব বদন।
দেব-মন্দির মুখরিত মধুর সঙ্গীতে, করিবিনা দেব-ভজন?
বভ্রু: করিব মা, তাইতো আসিয়াছি মাতৃমন্দিরে, লইয়া শুভভারতী।
চিত্রা: পুত্র, প্রত্যহ প্রত্যুষে যবে অর্কদেবের নভঃমন্ডলে হয় উদয়ন,
কিছুনা কিছু শুভবারতা জননীরে প্রণমিয়া করিস নিবেদন।
অদ্য এই অপরাহ্নকালে তোর অভাগিনী জননী সকাশে,
আসিয়াছিস রাজকার্য্য ছাড়ি স্বয়ং কী শুভ বারতা প্রকাশে?
যাহা অত্যুগ্র কৌতুহলে সর্বাগ্রে জননী সম্মূখে কহিতে
আগমন তোর রণবেশে অভাগিনী মাতা চিত্রাঙ্গদার ভিতে।
এই শুভমুহূর্তে যবে মন্দিরে মন্দিরে অনুরণিত সঙ্গীতারতী?

বভ্রু: কি কহিলে মাতা? কি শুনিলাম? তুমি অভাগিনী!
মনিপুররাজ-বভ্রুবাহন-মাতা, বীরদুহিতা, বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদা,
স্নেহময়ী, হাস্যময়ী, রাজমাতা, হেরি যাহারে অহরাত্র সদা।
অদ্য তাহার কণ্ঠে শুনি যেন গোপন করুণ বিষাদের নিনাদ,
কহ মাতা, কহ মোরে, কবে কাহার কোন অজ্ঞাত অপরাধ
আনিয়াছে তব স্নেহময়ী হৃদয় মন্দিরে সুগভীর কোন বেদন,
কহ মোরে, রাজার নহে, এ তোমার অধম পুত্রের নিবেদন,
কাহার কারণে হৃদয়বীণা তব ঝঙ্কারিছে বিষাদের রাগিনী।

চিত্রা: পুত্র মোর, যাহা তোরে কহিয়াছি, অপ্রকাশ্য, কহিয়াছি ঝোঁকে
জননীর সকল কথা ব্যক্তন কুমার-কর্ণে কভু নাহি শোভে
মাতার যৌবন-কাল-ইতিহাস কথা পুত্রের কর্ণে শ্রবনীয় কবে?
যবে তুই জন্মেছিলি, লইয়া সুডৌল পক্কগৌরবিল্বনিন্দিত দেবানন
হেরি, চুমি কোমল কমল সেদিন ভুলেছিনু মৃত্যুসম প্রসববেদন।
সেই হইতে লুক্কায়েছি আমি নিজ অন্তরে সকল হৃদয়বেদনাভাস
পুত্র মোর, ইহলোকে না প্রকাশিব আর মোর করুণ ইতিহাস।
রাজমাতা নারীতো বটে; কি হইবে ব্যথা প্রকাশিয়া আলোকে?

বভ্রু: মাতঃ, তব পুত্র বভ্রুবাহন অদ্য নহে আর দুগ্ধপোষ্য বালক।
কি বেদনা মোর রাজ্যে, রাজমাতা সদাই করিছেন সঙ্গোপন
জানিতে সবিস্তারে কৌতুহলী হয় সকলই সুপুত্রের মনন;
অজ্ঞাত নহে মোর রাজোচিৎ কার্য্য, রাজ্যে যাহা কিছু অন্ধকার
তাহার নিবারণ রাজার ধর্ম, তাই প্রতিশ্রুত সদা তব কুমার;
কহ মাতা, কি কারণে করুণ রাজমাতার মনন, কাহার অপরাধে?
এক্ষুনি প্রেরিব সেনা, গগন কম্পিত করি রণতুরীভেরী নিনাদে,
আজ্ঞা দেহ মাতা, যথা অশুচি, অন্ধকার, তথা প্রেরিব আলোক।

চিত্রা: ক্ষান্ত হ' পুত্র! থাক সেসব কাহিনি মোর হৃদয়ে বন্দিনী;
আর্য্যকুমার তুই, অনার্য্য মাতুলরাজ্যে আজ হয়েছিস নৃপতি,
পরিবেশ প্রভাবিছে তোরে, এতটুকু নহে বংশগতি।
কেন চন্ডালক্রোধ তোর আমা লয়ে, অক্ষম নিবারিতে;
আমি রাজমাতা, রহি রাজা-প্রজা সবাকার পিরীতে,
রাজা হইতে শ্রেয়ঃ আমি, সর্ববন্দিতা মহারাজমাতা
কিন্তু খন্ডিতে পারে কি কেউ যাহা লেখেন বিধাতা?
তবু সুখী আজ রাজমাতা, সেদিনের মনিপুর নন্দিনী।

বভ্রু: ধিক আর্য্যরক্তে! কহ, 'মাতা-সূতা' শুধু নারীর পরিচয়!
তাহাধিক কিছু নয়? প্রজ্ঞাবান নহি মাতঃ, কহেন প্রাজ্ঞজন,
মাতা হইবার পূর্ব্বে নারীর শাস্ত্রীয় পরিণয় প্রয়োজন,
নহিলে পুত্র বা কন্যাকে নাকি বলে লোকে জারজ সন্তান,
মনুষ্য-সমাজ তাহাকে কদ্যপি নাহি দেয় মানব সম্মান।
কহ, কহ, কহ জননী মোর, করি তব চরণ বন্দন,
কহ মোরে, অশাস্ত্রীয় পথে নহেতো আমার সৃজন;
কহ মাতা, জননী মোর, তাহা নহে কভূ নিশ্চয়।

চিত্রা: পাপপথে পৃথিবী-প্রবেশ পুত্রের, হেন কর্ম আমি নাহি পারি।
সেদিন সমরশিক্ষিতা, সুশীলা, সবলা আমি সখী-সখাসহ সদলবলে
দৈবাৎ দেখিনু দেবকান্তি দেহধারী দিবানিদ্রিত দেবদারুতলে।
ব্রীড়াহীনা বনবালাগনে বুঝিবা কোন বিশেষ বাতুলতা বশে
তুলিল তীব্র তূরীবাদ্য যাহা তোর পিতা পার্থের কর্ণে পশে।
তুলিয়া তনু, তিরস্কি, ত্বরা তীরধনু তুলি, স্থির, দেখি বালাগনে।
ধীতবিদ্যায় ধনুর্বাণ ধরিয়া ধাবনের পাঠ পড়িলনা মোর মনে।
মন মোর মজিল মুহূর্তে, পরাণে প্রথম প্রকাশিল, আমি নারী।

বভ্রু: ক্ষান্ত হও মা, বিস্তারিত বিবরণ বর্ণন নাহি প্রয়োজন।
সামাজিক শৃঙ্খল যাহা সনাতন শাস্ত্রীয় শাসনমতে পবিত্র
পরাইল পবিত্র পরিণয়ে তব পাণিতে পান্ডু-পৃথা-পুত্র।
প্রকাশিয়া তব পরিণয়পর্ব পিতাতব চঞ্চলচিত্ত চিত্রভানু বীর

দৌহিত্র-দিকে দিকভ্রষ্ট্র দৃষ্টি দিয়া ফেলিলেন দুই বিন্দু নীর।
বুঝিলাম বৃদ্ধের বক্ষে বিন্ধিয়াছে যেন বিপুল বজ্রসম শেল।
শপথিলাম সঠিক সন্ধানে প্রয়োজনে সমুদ্র করিব উদ্বেল
তাইতো শিশুকালাবধি শস্ত্রশিক্ষায় সদা সচেতন মোর মনন।

চিত্রা: পুত্র! প্রীতে পরিপূর্ণ প্রাণ মোর। এবার কী বলিবি বল।
বভ্রু: অগ্রসরিতেছিল অশ্বমেধের অপরূপ অশ্ব এক রাজ্যপর
হতচকিত হইলাম, হেরিলাম হেন হয় হয়না সচরাচর।
সেনাসহ সবেগে সম্মুখ-রজ্জু সটানে সহস্তগত করিয়া
আসিলাম আপনার আলয়ে আনন্দিত আননে ফিরিয়া।
অশ্বশালা অভ্যন্তরে অপরূপ অমূল্য অলঙ্কার অশ্বভালে.
হেরি', গনিলাম এ গহনার গন্তব্যস্থল মম মাতার চরণতলে;
জননী, যুঝিয়া যাহা জিনিলাম জমা করিব তব পদকমল।

চিত্রা: বাহ্ বালক! বাপের বেটা বটে বভ্রুবাহন বীর!
কাঞ্চন কিঙ্কিনিলোভ কদ্যপি করে নাই মম হৃদয় স্পর্শ
কিন্তু কুমার কীর্তি-চিহ্ন জননীবক্ষে জাগায় কী গভীর হর্ষ।
দে বাছা, দে হস্তে, তোর বিজয়গৌরব লই পেতে মাথা,
এ কী! এ যে দেখি রত্নে খোদিত পান্ডবের গৌরব-গাথা!
করিয়াছিস কী, এ যে তোর খুল্লতাত যুধিষ্টিরের যজ্ঞ-অশ্ব,
কুরুক্ষেত্র করি বিজয় বোধ করি করিবেন বিজয় বিশ্ব।
ফিরাইয়া দে, ওরে, তোরই যে পূর্বপুরুষ রাজা যুধিষ্টির।

বভ্রু: কদ্যপি নহে। অশ্বমেধের অশ্ব আনি আপন প্রাসাদে
কবে কোন বীর কুমার করিয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ?
হউক সে যুধিষ্টির তব নেত্রে আত্মীয়, ধর্মের নন্দন,
মম চক্ষে পঞ্চপান্ডব নেহাৎই অবৈধ জারজ সন্তান;
জারজ চরণে রাখি শির বিসর্জন দিবনা মোর মান।
মম মাতৃসম্মান রক্ষায় করিব মাতৃ-আদেশ অবহেলা
দেখাইব হেন রণ যাহা অর্জুন দেখেনাই কোনবেলা।
বাধা মোরে দিওনা মাতা, বিদায় দেহ মোরে আশীবাদে।

চিত্রা: কী আশির্বাদ দিব তোরে, আনিতে মাতার বৈধব্য?
নাকি পিতৃহন্তে প্রাণ দিয়া মোরে করিবি পুত্রহীনা?
ওরে অর্জুন যে অজেয়, তোর কি তাহা অজানা?
ভীমের যে ভীমপ্রতাপ, তাহা পৃথিবীময় প্রকাশিত
নকুল-সহদেব-যুধিষ্টির বীর অতি তাহা সর্বজ্ঞাত।
সততা-ধার্মিকতায় সদা পূর্ণ পান্ডবের পূণ্য রুধির,
শুধু যতবড় ধার্মিক তাঁহারা, নহেন তত বড় বীর।
ওরে ধর্মের সহিত ধারণ ধনূ নহে বীরের কর্তব্য।

বভ্রু: মা, কেন তুমি বল ধার্মিক তাহাদের, মোর অজ্ঞাত।
"অশ্বথামা হত ইতি গজ" একথা কাহার অজানা?
পাঞ্চালীর পঞ্চস্বামী, সনাতন শাস্ত্রে কি নহে তাহা মানা?
পিতৃস্নেহে বঞ্চিত ঘটোৎকচ, মোর অনার্য্য ভ্রাতা,
নির্লজ্জ ভীত ভীম স্মরিল তাহারে হইতে পান্ডব ত্রাতা।
কর্ণবধে সহায় হইল বস্ত্রচোর-ননীচোর দেবকীনন্দন,
দাতাকর্ণবাহু হইতে করিল কপটে কবচকুন্ডল হরণ।
কহ মাতা, তদ্যপি কহিবে তাহারা ধর্মে-কর্মে খ্যাত?

চিত্রা: মানি, করিয়া থাকিতে পারেন কপট, ক্রুর প্রবঞ্চন।
কিন্তু অর্জুন পরাক্রম মানিস তো, পুত্র, ক্ষান্ত হ' রণে;
সধবা আমি পতিহীনা; পুনঃ পুত্রহীনা হইব কী পরাণে?
ধর্মাধর্ম বিচার ছাড়ি ভেবে দেখ, কবে কোন সমরে
ভীমার্জুনে জিনিয়াছে কভু কেউ এই ধরার উপরে।
পান্ডব সহিত সম্মুখ সমরে সবাকার মরণ অনিবার্য্য
সর্ব্ববিবেচিয়া কর্ম করাই সদা জ্ঞানবীরের কার্য্য।
সব্বোপরি বলি তোরে, বাপ, তুই যে অর্জুন নন্দন।
বভ্রু: ধিক মোর পিতৃরক্তে! যদি করিতে পারিতাম পরিহার!
লম্পট ইন্দ্রের কুমার অর্জুন, মাতা শেখায়নি সদাচার,
চিরদিন করিয়া গেল শুধুই বীরত্বে বিবাহ বিহার।
পত্নী ধর্মপত্নী, নহে ভোগ্যা, এ কথা তাহার নিকট বৃথা
এ শিক্ষা দেয়নি তাহারে তাহার মাতা অসতী পৃথা।
শ্বশ্রূমাতা তব তোমায়-আমায়, বা মা-উলুপিরে
বক্ষে লইয়া দিয়াছেন কভূ একটি স্নেহচুম্বন শিরে?
নিরব কেন মাতা? বল, কী ভুল আমার অঙ্গীকার।

চিত্রা: জানিনা বাছা। শুধু কহি, করুণা করাও বীরের ধর্ম।
যে রণে বিজয় হইবেনা কভূ, পরাজয় হইবে নিশ্চয়,
সে রণে যোগদান বীরত্ব বলিবি, বাতুলতা সে নয়?
ওরে রণে পিতা নহে সব্যসাচী, সাক্ষাৎ শমন সমরক্ষেত্রে
শত্রু বলি বধিবে তোরে, দেখিবেনা কভূ পিতৃনেত্রে।
ওরে জানিস, সর্বদেশে, সর্বরণে সমরজয়ী বীর অর্জুন,
অক্ষয়, অচ্ছেদ্য, অব্যর্থ, অজেয় তার বান ধনুর্গুন।
ক্ষান্ত হ', নিশ্চিৎ মরণ যাহাতে, করিসনা সে কর্ম।

বভ্রু: মা'র অবমাননাকারীর ক্ষমা নহে মোর ধর্ম-বিধান।
মানি, অর্জুন জয়ী কপট কৌশলে কুরুক্ষেত্র রণে,
ভাগ্য ভালো তার, রণাঙ্গনে দেখেনাই বভ্রবাহনে।
আজ্ঞা দেহ মা, বান্ধি আনি' একাকী গিয়া এই কালে
ফেলিব চার ভ্রাতাসহ অর্জুনে তোমার পদতলে।
দশ হাত জোড় করি, নতশিরে নতজানু হয়ে,

পঞ্চপান্ডব পিতৃদেশে পালাইবে, প্রাণভিক্ষা লয়ে।
অনার্যের অঙ্গীকার, প্রাণ দিয়া ফিরাইব মায়ের মান।

চিত্রা: বাহ্! নারীর বুঝি বাড়ে মান যবে মরে স্বামী-পুত্র!
শিশু তুই, গুটি কয়েক বান ছুঁড়ে করিস বীরত্বের বড়াই,
আয়, দেখি তোর বীরত্ব, হোক আজ মাতা-পুত্রে লড়াই।
কই, নির্বাক কেন? ধর ধনুর্বাণ, দেখি তোর শৌর্য্য,
অনার্য্য মাতা জিনে চলে যা বিজয় করিতে আর্য্য।
অবনীপরে অজেয় অর্জুন, অনেকে কহে ইহা সদা,
অজ্ঞাত সবার, অর্জুনে জিনিতে পারিত শুধু চিত্রাঙ্গদা।
কিন্তু না বান্ধিয়া শৃঙ্খলে তারে পরাইলাম পরিণয় সূত্র।

বভ্রু: জানি মা। কিন্তু মাতা-পুত্রের রণ কভূ না সম্ভবে।
অর্জুন কেন, জিনিতে পারি তার পিতা ইন্দ্র লম্পটে;
ন্যায়যুদ্ধ করিব সদাই, জিনিবনা কভূ কাউকে কপটে।
কপটে নারীদ্বারা আর্য্য দেবতারা জিনিল রাজা মহিষাসুর
আজ আসুক দেখি জিনিতে এই অনার্য্যরাজ্য মনিপুর।
পৃথিবীতে প্রমাণিব মোর মাতা বীরসূতা চিত্রাঙ্গদা,
কিন্তু মাতা-সনে, নারী-সনে আমি রণে কাপুরুষ সদা।
আজ্ঞা দেহ মাতা, বান্ধি আনি পতিতাপুত্র পঞ্চপান্ডবে।

চিত্রা: বভ্রুবাহন! স্তব্ধ হ', কুপুত্র। জানিসনা কি মায়ের গোচরে
কোন বাক্য কহিবার আর কোন কথা বলা অনুচিৎ?
বুঝি আজ, যাইবে কোথায় যাহা দিয়াছে পিতৃশোনিত!
সেই পৌরুষ, সেই তেজ, সেই জেদ, সেই স্বভাব উদ্ধত
নারীকে শুধু নারী-ই দেখে, অনর্গল বাক্যে করে আহত;
নারী শুধু নারী নহে, থাকিতে পারে তার নিজ সম্মান
না আর্য্য পিতা, না অনার্য্য পুত্র কদ্যপি লভিল এ জ্ঞান।
পূনঃ এবাক্য উচ্চারিলে, বভ্রুবাহন, প্রহারিব তোরে।

বভ্রু: ক্ষম মোরে, তব আদেশ শিরোধার্য্য, আমি অক্ষম পুত্র!
যবে 'আর্য্যাবর্ত্ত' নাম লইল ভারতোত্তরার্ধ, অনার্য্যকূল বীর
ধিক, ধিক! একে একে সবে নোয়াইল আর্য্যচরণে শির;
যুদ্ধে বা বিনা যুদ্ধে সঁপিয়া নিজ নিজ মূকুট-সিংহাসন
যাযাবর আর্য্যপদতলে সবে করিল নিজেকে স্থাপন;
কেউ না হইল আগুয়ান আগলাইতে আপনদেশ মান,
সারমেয় স্বরূপ সন্তর্পণে সরিয়া বাঁচাইল সয়ং প্রাণ।
সেই হইতে মোরা অনার্য্যকূল শিখিয়াছি দাসত্বের সূত্র।

চিত্রা: কুপুত্র, রাজা হইয়া রাজমাতারে করিস হেলা, অবজ্ঞা;
জানিসনা কি মাতৃ আদেশ সদা দেবাদেশাধিক;
যে পুত্রের নাহি এ জ্ঞান, সে কুপুত্র, তাহারে ধিক;
শীঘ্র কর, সাজাইয়া পাদ্যার্ঘ্য, শিরে লয়ে বরণডালা
প্রণমিয়া পিতৃপদে সত্বর সঁপি আয় স্বীয় বিজয়মালা।
পিতৃচরণে রাখি শির ভক্তিভরে ভজহ পিতা সদা,
সর্বশেষ আদেশ দিই, তোর অনার্য্য মাতা চিত্রাঙ্গদা।
ওরে অজ্ঞান পুত্র, অধম পুত্র মোর, লাভ কর সংজ্ঞা।

বভ্রু: ধন্য, ধন্য মাতা মোর, বীর চিত্রভানু-নন্দিনী!
তব আদেশে আজ আমি বীরপুত্র তব পরিব শৃঙ্খল
রাজধর্ম, পুত্রধর্ম, বীরধর্ম সকলই করিয়া নিস্ফল।
শুনিয়াছি পিতা তব দিয়াছিলেন সযত্নে সমর শিক্ষা
হায়! কাপুরুষ-নন্দিতা, পুত্রে দিলে ভীরুতার দীক্ষা।
পিতা যে কদ্যপি নহে, নেহাৎ-ই মোর জন্মদাতা
যাই মাতঃ, তব আদেশে রাখি তারই পায়ে মাথা।
শুন মনিপুর, মোর দেশমাতা, আর্য্যহস্তে তুমি বন্দিনী। (প্রস্থান)

চিত্রা: বভ্রু! ক্ষমা করিস বাপ, ডাকিনী আমি, মা নই তোর
গর্ব খর্ব করে তোর উচ্চ শির লুটাইলাম ধুলির উপর।
হে মোর প্রভু শূলপাণি শিব, অনার্য্যের আদি দেবতা।
জ্ঞাত তুমি, অনার্য্যেরে নারীরে নত করিল মনুসংহিতা।
রাজমাতা আমি আজ ভিক্ষা চাহি দেব, নিজজন্য নহে;
জন্মান্তর নাকি হয়ে থাকে শুনি, যথা প্রাজ্ঞজনে কহে।
তুলিতে নারী আর অনার্য্যের শির, এই ভিক্ষা কর দান,
পরজন্মে মম পুত্র বভ্রুবাহন লিখুক নব সংবিধান।